53

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

পরিবেশ পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুহসীন হলে প্রক্টর, প্রভোস্ট ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বৈধ কার্ডধারী ছাত্রদের হলে প্রবেশ করতে দেয়া হয় —জনকণ্ঠ

ছাত্রদলের ২৭ নেতাকর্মী হলে উঠেছেন ॥ এক ছাত্রনেতা ছুরিকাহত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোমবার ছাত্রদলের ২৭ নেতাকর্মীকে মুহসীন ও এফ রহমান হলে নিজ নিজ সিটে তুলে দেয়া হয়েছে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, প্রক্টর ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে সন্ধ্যায় আইবিএ ভবনের ভিতরে ছাত্রদলের এক নেতা মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হয়েছেন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি যখন অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ আন্তরিকতার সাথে তা মোকাবিলা করলেন। ছাত্রদলের অন্যতম দাবি ছিল মুহসীন ও এফ রহমান হল থেকে অছাত্রদের বের করে বৈধ ছাত্রদের তুলে দেয়া হোক। এ দাবি অনুযায়ী গতকাল বিকাল পাঁচটায় মুহসীন হলে ১৮ জন ও এফ রহমান হলে ৯ জন ছাত্রকে স্ব-স্ব সিটে তুলে দেয়া হয়। এরা সবাই ছাত্রদলের নেতাকর্মী। ছাত্রত্ব না থাকায় ছাত্রদলের দুই নেতাকে হলে উঠানো

।১৫ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন।

ছাত্রদলের ২৭

(প্রথম পাতার পর)

হয়নি। এদিকে মুহসীন ও এফ রহমান হলে অছাত্র ও বহিরাগতদের আনাগোনা কমেছে। তারা যেসব কক্ষে অবস্থান করত হল কর্তৃপক্ষ সেসব কক্ষের চাবি হস্তগত করেছে। চাবিগুলো ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে বৈধ ছাত্রদের।

এদিকে সন্ধ্যা সাতটায় আইবিএ ভবন এলাকায় ছাত্রদল মুহসীন হল শাখার যুগ্ম সম্পাদক শিশির ছুরিকাহত হয়েছেন। জানা যায়, শিশির আইবিএ ভবনের ভিতর বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় এক যুবক তাঁকে ডেকে বাইরে নিয়ে আসে। এরপর ৩/৪ যুবক শিশিরের হাতে, পায়ে ও পিঠে ছুরি চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

ছাত্রলীগের সমাবেশ

ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অছাত্র ও সন্ত্রাসী থাকতে পারবে না। তিনি বলেন, এ ক্যাম্পাসে সকল ছাত্র সংগঠন নির্বিঘ্নে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। যদি কেউ বাধা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে তাদের প্রতিহত করতে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনকে সহযোগিতা করবে। ছাত্রলীগ আয়োজিত এক সমাবেশে শামীম একথা বলেন। ডাকসু ভবনের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তৃতা করেন আমিনুল ইসলাম আমিন, মুনিরুজ্জামান মনির, আফজালুর রহমান বাবু, অজয় কর খোকন, সুজিত রায় নন্দী, আব্দুল ওয়াদুদ খোকন ও সাজ্জাদ হোসেন।